

**SOUVENIR 2024**

**DODHICHI COMMUNITY COLLEGE**

376, Madurdaha, Kolkata-700107

Phone : +91-9038648522

&

Baganipara, Sarmastapur, PS-Sonarapur, Kolkata-700145

Phone : +91-6291427919

Web : [www.dodhichicommunitycollege.org](http://www.dodhichicommunitycollege.org)

E-mail : [dodhichicommunitycollege@gmail.com](mailto:dodhichicommunitycollege@gmail.com)



স্মরণিকা ২০২৪

দধীচি কমিউনিটি কলেজ

## নাইটিঙ্গেল শপথ

আমি দধীচি কমিউনিটি কলেজের 'ডিপ্লোমা ইন হেল্থ অ্যাসিস্ট্যান্ট' পাঠক্রমের ছাত্র হিসাবে আমাদের শিক্ষায়তনে সমবেত সুধীমণ্ডলীর সামনে মানবতার নামে শপথ নিচ্ছি যে, আমি পবিত্রতার সঙ্গে আমার জীবন অতিবাহিত করব এবং বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে আমার পেশাগত কাজ সম্পন্ন করব। মানবজাতির কল্যাণের পক্ষে ক্ষতিকর ওষুধ নিজে সেবন করব না এবং রোগীকেও সেবন করাব না। আমাদের পেশার মান উন্নয়নের জন্য আমার ক্ষমতা অনুসারে যা কিছু করার তার সবই আমি করার চেষ্টা করব। পেশাগত কাজ করতে গিয়ে রোগীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক যেসব বিষয় আমি জানব তা গোপন রাখব। চিকিৎসা দলে আমার নির্ধারিত কাজ আমি দায়বদ্ধতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করব। রোগীর কল্যাণে আমি আমার পেশাগত যাবতীয় প্রচেষ্টা নিয়োদ্ধজিত করব।

## অধ্যক্ষের ডেস্ক থেকে

শঙ্কর প্রাসাদ ভৌমিক

অধ্যক্ষ দ্বীচি কমিউনিটি কলেজ

দ্বীচি কমিউনিটি কলেজের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সমবেত ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, অভিভাবক ও বিশিষ্ট অতিথিবর্গকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানাই। মাত্র কয়েকদিন আগে ইংরেজি নববর্ষের দিনে আমাদের প্রতিষ্ঠা দিবস ছিলো। শিক্ষক-শিক্ষিকা, শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক উদ্যম ও সহায়তায় দেখতে দেখতে আমাদের কমিউনিটি কলেজের পথ চলা এক দশকের দিকে এগিয়ে চলেছে। মাঝে কোভিড অতিমারির দুটো বছর লকডাউনে আমাদেরও অগ্রগতি ব্যহত হয়েছে। সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়নি। কিন্তু ২০২৩ এর সমাবর্তনে আমরা পুরনো দুই বছরের ডিপ্লোমা প্রাপকদের হাতে শংসাপত্র তুলে দিতে পেরেছি। আমাদের কলেজ থেকে পাশ করা ছাত্রছাত্রীদের বিগত পাঁচ-ছয় বছরে বিভিন্ন হাসপাতাল ও নার্সিংহোমে কর্মসংস্থান হয়েছে। পাশাপাশি আমরা ট্রেনিং হেলথ এ্যাসিস্টেন্টদের একটি এজেন্সিও চালু করেছি যেখান থেকে অসুস্থ রোগীদের হোম কেয়ার সার্ভিস দেওয়া হয়। দ্বীচি কমিউনিটি কলেজের মূল লক্ষ্যই হোলো অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ভাবে পিছিয়ে থাকা ছাত্রছাত্রীদের এই পেশাগত শিক্ষায় শিক্ষিত করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা। আমাদের পাঠ্যক্রমে নার্সিং এর ট্রেনিং যেমন আছে সেই সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের লাইফ কোপিং স্কিলের পাঠ দেওয়া হয়। শেখানো হয় কমিউনিকেশন স্কিল-ও। এই প্রতিষ্ঠানের চালিকাশক্তি হলেন আমাদের মাননীয় শিক্ষকরা যাঁরা তাদের অমূল্য সময় থেকে সময় বের করে নিয়মিত আমাদের এই কলেজের দুই ক্যাম্পাসেই পাঠদান করতে আসেন। আমাদের এখনো অনেক অসম্পূর্ণতা আছে সন্দেহ নাই। প্রয়োজন অর্থের প্রয়োজন আরো মজবুত পরিকাঠামোর। আমি আশাবাদী এই প্রতিষ্ঠানকে যেমন অনেক সংস্থা বিভিন্ন ভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন আগামী দিনে তেমন আরো অনেক স্বোচ্ছাসেবী সংস্থা এগিয়ে আসবেন, আমাদের পাশে দাঁড়াবেন। সাবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাই। নতুন বছর ভালো কাটুক সবার আর দ্বীচি কমিউনিটি কলেজের আরো শ্রী-বৃদ্ধি হোক আগামী দিনগুলোতে।।

৭-জানুয়ারী, ২০২৪

সরমস্তুপুর, ২৪ পরগনা দক্ষিণ।

**List of Donor 2023-24**  
**01/04/23 to 04/01/24 (upto)**

- (1) Dr. Nripendra Nath Bhaumik
- (2) Dr. Gopan Ghosh
- (3) Mr. Sukhamoy Biswas
- (4) Bibhuti Bhusan

Foundation  
(Dr. Dipankar Datta)

**List of Principals**

- (1) (Late) Dilip Chaudhury
- (2) Dr. Krishna Chakraborty
- (3) Mr. Mukul Bhaumik
- (4) Mrs. Swarupa Mukherjee
- (5) Mr. Sankar Prasad Bhaumik

## দধীচি কমিউনিটি কলেজ আমাদের ঐতিহ্য

জয়া গোস্বামী

দধীচি কমিউনিটি কলেজের সাথে আমার পরিচয় খুবই অল্প সময়ের। পরিচয়ের সূত্রধর হলেন ডঃ নূপেন ভৌমিক। ওনাকে সামনের থেকে দেখলে যতটা কঠিন মনে হয়, উনি কিন্তু ঠিক ততটাই নরম মনের মানুষ।

যাক প্রথম যেদিন ওনার আহ্বানে দধীচি কলেজে পদার্পণ করলাম, সেদিন নিজেকে কি যে ভালো লেগেছিল তা বলে বোঝাবার নয়। কলেজের সমস্ত ছাত্র ছাত্রী ও অধ্যাপক মহাশয়দের ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছিলাম। তাছাড়া কলেজের দুটো ক্যাম্পাসেরই পরিবেশ আমাকে মোহিত করেছিল। গাছপালায় ঘেরা অত্যন্ত শান্ত পরিবেশ। এখানে এসে মানুষ পরিবর্তন হতে বাধ্য। প্রকৃতির হাতছানি আর তার সাথে সহজ সরল মেয়েদের ব্যবহার পরিবেশটিকে যেন এক আলাদা রূপ দিয়েছিল।

এখানে ছাত্র ছাত্রীদের খুবই ভালো করে সব কিছু শেখানো হয়ে থাকে। এখানের ছেলে মেয়েরা রোগীদের কিভাবে মমতা ও স্নেহ দিয়ে সুস্থ করে তুলতে হয় সে বিষয়ে খুবই পারদর্শী।

এখানকার প্রিন্সিপাল মহাশয় শ্রী শঙ্কর প্রসাদ ভৌমিক ও অত্যন্ত ভালো মনের মানুষ।

এখানে শিক্ষার্থীরা চাইলে এখানের দেওয়া শিক্ষা থেকে অনেক কিছুই করতে পারে অনেক বড়ো পদেও উঠতে পারে, তবে এর জন্য অবশ্যই চাই শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন।

এখানে মূলত পিছিয়ে পড়া, প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে আসা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। যাতে এরা পৃথিবীর আলো দেখতে পায়। আরও বড় হওয়ার পথ খুঁজে পায়।

এখানে শিক্ষক দিবসে শিক্ষার্থীরা অনেক রকম অনুষ্ঠান করে থাকে। যেমন সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি ইত্যাদি। এরা কিন্তু কোনো কিছুতেই পিছিয়ে নেই বরং এগিয়ে।

এখানে যে সব শিক্ষার্থীরা দূর থেকে আসে তাদের জন্য থাকা খাওয়ারও বন্দোবস্ত রেখেছেন এখানের পরিচালকেরা।

আমি সত্যিই এনাদের এই কর্মশালা কে কুর্নিশ জানাই।

তবে আর একটা কথা না বললেই নয়, সেটা হোলো এখানের শিক্ষকদের পড়ানোর পদ্ধতি।

আমি একদিন ক্লাস চলাকালীন চুপি চুপি ঢুকে পড়ি, তখন ক্লাস নিচ্ছিলেন ডঃ নূপেন ভৌমিক। বিশ্বাস করুন আমি ওনার পড়ানোর ধৈর্য্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছিলাম। একটা ভুল কে না বকে, না মাথা গরম করে কত সুন্দর হাসি মুখে ওদের বুঝিয়ে চলেছেন। আমি মুগ্ধ। আর এটা এক মহান ব্যক্তি ছাড়া বা মানুষের ওপর অপরিসীম ভালোবাসা ছাড়া

কখনোই সম্ভব নয়। পড়ার সাথে সাথে কিভাবে ধৈর্য্য বজায় রাখতে হয় উনি তার একটি জ্বলন্ত প্রমাণ।

আরো অনেক শিক্ষক যুক্ত আছেন এই কলেজের সাথে, আমার এখনো সৌভাগ্য হয়ে ওঠেনি সবার দেখা পাওয়ার।

এখানের সরমস্তপুর ক্যাম্পাসের পরিবেশ এতটাই সুন্দর যা সত্যিই মনোমুগ্ধকর। শিক্ষক দিবসের দিনে যেটা আমাকে বেশি মুগ্ধ করেছিল সেটা হল প্রোগ্রাম শেষে ছাত্রা ছাত্রীরা যখন গাছের ফল তুলে খাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যেন এক ঝাঁক প্রজাপতির দল যেন পৃথিবীর বুকে নেমে এসেছে। আমি অভিভূত।

দধীচি কলেজ দীর্ঘজীবী হোক।

Thrilled to inform everyone that Dr Dipankar Datta has been awarded the O.B.E (Order of the British Empire) by the Govt of U.K. for his outstanding philanthropic work. We are honored to be part of his work.

## কর্মই সাফল্যের চাবিকাঠি অজয় নাথ (প্রাক্তন ছাত্র, বর্তমানে শিক্ষক)

কথায় আছে যে ব্যক্তি একনিষ্ঠভাবে কর্ম করে যায় সে কখনও অসফল হয় না। সাফল্যের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে হলে আমাদের অবশ্যই পরিশ্রমী হতে হবে। তবে বিগত কয়েক বছরে আমাদের বাংলার শিক্ষা সংস্কৃতিতে বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। বর্তমানে MCQ type প্রশ্নপত্রের সময়ে সমস্ত গল্প পড়ে ব্যাখ্যা মূলক উত্তর লেখার অভ্যাসটা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। এখন আমরা সহজে নম্বর পাওয়ার উপায় শিখে গেছি কিন্তু পরিশ্রম করতে ভুলে গেছি। আমি বিগত চার বছর যাবৎ দ্বীটি কমিউনিটি কলেজে শিক্ষকতা করছি। এই চার বছরে নানান অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার। একজন ছাত্র বা ছাত্রী যখন সাফল্যের সাথে কোর্স সম্পূর্ণ করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তার পাশাপাশি আমরাও আনন্দিত হই। তবে বর্তমানে আমাদের একটি অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে তা হলো, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শেখার প্রতি অনীহা দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ তারা সহজ উপায়ে সাফল্য পেতে চাইছে। যার প্রভাব দেখা যাচ্ছে কলেজ উপস্থিতিতে ঘাটতি, হাসপাতালে উপস্থিতিতে ঘাটতি। তবে একটা কথা আমাদের মাথায় রাখতে হবে, সাফল্যের কোনও সহজ উপায় হয় না। কষ্ট ছাড়া কি কেউ মেলে? তাই আমাদের কঠোর পরিশ্রমী হতে হবে, শেখার ইচ্ছা শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে, জীবনে যে লক্ষ্য স্থির করেছি তার প্রতি একনিষ্ঠ হতে হবে।

## দধীচির আত্মত্যাগ

### আচার্য সত্যশিবানন্দ অবধূত

মহান আদর্শের জন্যে যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেন তাঁদেরই বলা হয় দধীচি। পুরাণে দধীচি ঋষির কাহিনি রয়েছে। এখানে বলা প্রয়োজন, প্রাচীনকালে ৪ ধরনের পুস্তক রচনা করা হত। কাব্য, পুরকথা বা ইতিকথা, ইতিহাস ও পুরাণ। কাব্য হল ছন্দ, উপমাদি সংযোগে রসসমৃদ্ধ আকর্ষণীয় রচনা ‘বাক্যং রসাত্মক কাব্যম্’।

পুরকথা হল ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ। আবার পুরকথার কিছু কিছু ঘটনা—যা বিশেষ ভাবে শিক্ষণীয়—তাকে কেন্দ্র করে বিশেষ এক ধরনের রচনাকে বলা হয় ইতিহাস। সংস্কৃত পুরাবৃত্ত মানেই ইতিহাস নয়। “ধর্মমর্থকামমোক্ষার্থ নীতিবাক্য সমন্বিতম/পুরাবৃত্ত-কথায়ুক্তমিতিহাস প্রচক্ষ্যতে।” যা জানার ফলে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—এই চতুর্ভুজের ফলপ্রাপ্তি হয়— যাতে নীতিকথা আছে এইরূপ যে পুরকথা বা ইতিকথা তাকেই ইতিহাস বলা হয়।

আর, পুরাণ হল লোকশিক্ষার্থে রচিত কাহিনী। এখানে সত্যমিথ্যাটা বড় কথা নয়, লোকশিক্ষাটাই বড় কথা।

যা বলছিলাম, পুরাণ-কথিকায় আছে, বৃত্রাসুরের আক্রমণে দেবতারা স্বর্গরাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে ব্রহ্মার কাছে অসুর দমনের উপায়ের সন্ধানে গেলেন। তখন ব্রহ্মা বললেন, প্রচলিত অস্ত্র দিয়ে বৃত্রাসুরকে নিধন করা যাবে না। যদি কেউ স্বেচ্ছায় নিজ অস্ত্রিদান করে—ওই অস্ত্র দিয়ে নির্মিত অস্ত্রের সাহায্যেই একমাত্র বৃত্রাসুর বধ হতে পারে। তখন সমস্ত দেবতারা দধীচি মুনির শরণাপন্ন হলেন। দধীচি মুনি সব জেনে সানন্দে নিজের জীবন দান করার জন্যে সম্মত হলেন। তারপর ‘দধীচি ত্যজিলা তনু দেবের মঙ্গলে’। তখন দধীচি মুনির অস্ত্র দিয়ে বিশ্বকর্ম বানালেন বজ্র। আর সেই বজ্র দিয়ে ইন্দ্র বৃত্রাসুর নিধন করে অসুরদের পরাজিত করে স্বর্গরাজ্য পুনরুদ্ধার করলেন।

বলাবাহুল্য, ‘স্বর্গ’ বলে উর্ধ্বাকাশে কোথাও একটা পৃথক স্থান আছে আর ‘নরক’ নামেও পৃথক কোনো স্থান রয়েছে, এ ধারণা নিছক কাল্পনিক। আসলে



স্বর্গ হল— মনোজগতের এক উচ্চাবস্থা—যাকে ভূমামনের ‘স্বর্লোক’ বলা হয়। নরকও তেমনি অধোগতি প্রাপ্ত মনেরই এক অবস্থা। তেমনি সুর বা দেবতা অথবা ‘অসুর’ বা দানব বলে পৃথক কোন জীব নেই।

“কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক।

কে বলে তা বহুদূর

মানুষেরই মাঝে স্বর্গ-নরক

মানুষেতে সুরাসুর।”

তাই প্রকৃত পক্ষে, দেবতা হল সৎ মানুষদের প্রতীক, অসুর হল অসৎ অত্যাচারী মানুষের প্রতীক। আর ‘দধীচি’ হল মহৎ আদর্শের জন্য যারা আত্মোৎসর্গ করে তাদেরই প্রতীকী নাম। বর্তমানে প্রচলিত বাংলায় যাঁরা মহৎ আদর্শের জন্যে আত্মোৎসর্গ করেন তাঁদের জন্যে সাধারণতঃ ‘শহিদ’ শব্দ ব্যবহার করা হয়। আরবি ‘শহীদ’ থেকে আগত বাংলা শহিদ শব্দের প্রকৃত অর্থ ইসলাম ধর্মের জন্যে’ যারা জীবন উৎসর্গ করেন। আর Martyr-এর মূলগত অর্থ হল, যাঁরা খৃষ্টধর্মের জন্যে আত্মত্যাগ করেছেন। যাইহোক, সেদিক থেকে ‘দধীচি’ শব্দটির অর্থ অনেক ব্যাপক—যাঁরা মহত্তর আদর্শের জন্যে আত্মোৎসর্গ করেন।

‘দধীচি’ আসলে বিশেষ কোনো মুনির নাম নয়, লোক শিক্ষার্থে রচিত পুরাণ কথিকায় মহান আদর্শের জন্যে আত্মোৎসর্গকারী প্রতীকী নামই ‘দধীচি’।

## পেশাদার কর্মজীবনে অভ্যন্তরীণ দক্ষতার (Soft Skill) গুরুত্ব

মুকুল কুমার ভৌমিক

শিক্ষক দ্বীচি কমিউনিটি কলেজ, মাদুরদহ

ভালো মানুষ না হলে ভালো পেশাদার হওয়া যায় না। ভালো মানুষের থাকতে হবে ইতিবাচক মনোভাব, ভালো ব্যবহার ও সকলের সঙ্গে সঠিকভাবে যোগাযোগের ক্ষমতা। দ্বীচি কমিউনিটি কলেজের এক বছরের Diploma in Health Assistant পাঠক্রমে নার্সিং ছাত্রছাত্রীদের জীবনযাপনের দক্ষতা। (Life coping Skill) শেখা বাধ্যতামূলক। এই ধরনের অভ্যন্তরীণ দক্ষতা পেশাদারি দক্ষতার (Professional Skill) পরিপূরক।

আগে এই ধরনের দক্ষতাকে পেশাদারি দক্ষতার তুলনায় কোনও গুরুত্ব দেওয়া হতো না। পেশাদারি দক্ষতা যা ট্রেনিং এবং/অথবা পড়াশনার দ্বারা অর্জিত হয়, তা কর্মজীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয়। অভ্যন্তরীণ দক্ষতা হলো একগুচ্ছ দক্ষতা যা আমাদের আচরণ এবং ব্যক্তিত্বকে উন্নত এবং বিকশিত করে। এটা প্রেরণামূলক হতে পারে কিন্তু কর্মজীবনে অপরিহার্য নয়। সময়ের সাথে সাথে বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠান এখন একমত যে, একজন ব্যক্তির জীবনে, কর্মজীবনে এবং সমাজে এই অভ্যন্তরীণ দক্ষতাগুলোর অবদান অনস্বীকার্য।

আমরা এখন স্বাস্থ্যসেবায় এই দক্ষতাগুলোর কার্যকারিতা বোঝার চেষ্টা করব। স্বাস্থ্যসেবা পেশাদাররা (ডাক্তার, নার্স, টেকনিশিয়ান, আয়া ইত্যাদি) সারা দিন বিভিন্ন ধরনের মানুষের সাথে মিথস্ক্রিয়ায় (interaction) জড়িত। এটা স্বীকৃত সত্য যে একজন সফল স্বাস্থ্যসেবা পেশাদার হওয়ার জন্য প্রয়োজন ইতিবাচক মনোভাব (attitude), ভালো ব্যবহার (behaviour) এবং পারস্পরিক যোগাযোগের (Interpersonal Communication) ক্ষমতা। ইংরেজি ভাষা শেখার A, B, C-র মতো এইগুলো অভ্যন্তরীণ দক্ষতার A, B, C।

**A for Attitude & Appearance (মনোভাব ও চেহারা) :** এটা অভ্যন্তরীণ দক্ষতার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ কারণ একজন নিজের ব্যাপারে কতখানি সচেতন এবং কতটা যত্নশীল সেটা তার ব্যক্তিত্বের অনেক কিছু নির্ধারণ করে। বাংলায় একটা কথা আছে যে, 'আগে দর্শনধারী, পরে গুণবিচারী'।

একটা সাক্ষাৎকারের (Interview) সময় একজন প্রার্থী নিজের পেশাদারি

যোগ্যতা প্রমাণ করার আগেই কিন্তু তার পোশাক, চেহারা এবং মনোভাবের ভিত্তিতে তার নিজের সম্বন্ধে একটা ধারণা তুলে ধরে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো সাক্ষাৎকারের সময় পরিষ্কারজামাকাপড়, সঠিক জুতো, নির্ধারিত কাজ সম্বন্ধে ইতিবাচক মনোভাব ইত্যাদি কাজটা করার আগ্রহ প্রকাশ করে। পেশাদারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ও কর্মচারীরা যদি যথাযথ পোশাক না পরে তবে তারা অসাবধানি এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন বলে বিবেচিত হয়।

**B for Behaviour (ব্যবহার):** কথায় আছে, যে, 'তোমার ব্যবহারই তোমার পরিচয়'। বেশির ভাগ স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবার অভিযোগ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, অভিযোগের বেশির ভাগই কর্মীদের আচরণ সম্পর্কিত। বেশির ভাগ সময় কর্মীরা বোঝে না যে, কর্মজীবনের সাফল্য পেশাদারি ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। একজন স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারের ভালো ব্যবহার রোগী, সহকর্মী এবং ম্যানেজমেন্টের সাথে সম্মানজনক সম্পর্ক স্থাপন করে। রোগীদের মধ্যে বিশ্বাস এবং সহকর্মীদের মধ্যে ইতিবাচক সম্পর্কের জন্য ভালো ব্যবহার খুবই প্রয়োজনীয়। রোগীকে হাসিমুখে আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করা এবং বিশ্বাসপূর্ণ (assertive) কণ্ঠস্বরে কথা বলা সঠিক ব্যবহারের অংশ। এর ফলে যিনি স্বাস্থ্যসেবা দিচ্ছেন তাঁর উপর রোগীর আস্থা জন্মাবে এবং তাঁদের প্রয়োজন দ্বিধাহীনভাবে বলতে পারবে।

**C for Communication (যোগাযোগ):** যেকোনো প্রতিষ্ঠানে অভ্যন্তরীণ দক্ষতা চালু করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল এটা কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ (Interpersonal Skill) উন্নত করে। যদিও একজন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর মূল কর্তব্য রোগীর সেবা করা, স্বাস্থ্যসেবা পেশাদার কর্মস্থলে বিভিন্ন ধরনের মানুষের (রোগীর আত্মীয়স্বজন, ডাক্তার, সুপারভাইজার, টেকনিশিয়ান) সাথে কার্যকরী যোগাযোগে জড়িত। আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা এদের এবং সংস্থার অন্যান্য কর্মীদের সাথে সঠিকভাবে যোগাযোগ করার ক্ষমতা বোঝায়। কার্যকরী যোগাযোগের মাধ্যমে আমরা আরও ভালো বোঝাপড়া তৈরি করে সমস্ত 'W' প্রশ্নের (What, When, Whom, Why) উত্তর দক্ষতার সাথে বুঝতে পারি এবং যথাযত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি।

সুতরাং, একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সফল পেশাদার হতে হলে, একজন কর্মচারীকে অবশ্যই যোগাযোগের দক্ষতা, শিষ্টাচার এবং সংবেদনশীল মানসিকতা সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে যা তাদের কর্মক্ষমতা বাড়ায় এবং প্রতিষ্ঠানেরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে সাহায্য করে।

পুনর্মুদ্রণ

## **Women in Ancient India: Education and Empowerment and the Deterioration Today**

**Sukhamay Biswas**

In ancient Indian society, women obtained the same position as to men, and there was no discrimination on the basis of physical appearance, education and gender, instead of that women were honoured by the society. They used to experience their basic rights where they were free to receive education and the wives of the rishis were encouraged to participate in the religious rituals with their husbands, they had been additionally called the Ardhanginis (better half) too. During that period, they used to have religious rights, economic rights and political rights equally with the men's. Women in Indian history have gone through two things in their lives, one is subjection and the other deliverance. With the passage of time, their positions might have changed but in the Vedic era, they were a complete symbol of protector and caretaker of morality and ideals. In ancient India, women enjoyed equal status with men. They were educated and trained as warriors. Many references were found where women held the position of bodyguards of the king and queen. In Rigved, we found many references about a warrior queen, Vishpala, who was trained in the art of warfare. She lost a leg in battle, an iron leg revived her spirit and she resumed her battlefield exploits. Apala, Lopa, Gargi and Maitrayi are few other names worth mentioning, who were educated and excelled in other fields.

It's not exactly known from when the role of women in today's India was relegated to 2nd class citizen in a male dominated society and became only the child bearing and rearing machines. They have no say in family matters. Except some liberal families, going to school was strictly discouraged. The most horrifying in that they' are meekly subjected to sexual advancement everywhere, in work places, at

home and the situation has reached to such an extent that they aren't safe anywhere alone. Trafficking of young women because of acute poverty is another serious problem. In some parts of India, female foetus are still illegally aborted. All this will continue to take place unabated till the women are educated and financially independent. Our DODHICHI COMMUNITY COLLEGE is pursuing that noble goal in a very limited scale.

**PASS-OUT STUDENT'S LIST**

<b>Sl. No.</b>	<b>January 2022 Batch Madurdaha</b>	<b>Sl. No</b>	<b>January 2022 Batch Sarmastapur</b>
1	Swarnali Halder	1	Sarifa Samrin
2	Suchana Khan	2	Fatema Khatun
3	Mamata Halder	3	Nibedita Das
4	Tanusri Mitra	4	Hoba Bodhak
5	Shrabani Mondal	5	Rimpa Das (July 2021 batch)
6	Molina Naskar		
7	Gorab Chandra Gayen		
8	Sayaba Sirin		
9	Dipa Saha		
10	Subhra Roy		
11	Purnima Mukherjee		
12	Madhuri Mandal		
13	Mukti Mondal		
14	Puspa Saren		
15	Susmita Saha Roy		
16	Champa Naskar		
17	Aparna Malik		
18	Manisha Naskar		
19	Neha Das		
20	Payel Roy		



College Building (Madurdaha)



Class room (Sarmastpur)



Practical class in Dodhichi Community College



Practicing Intra Muscular injection



Practicing Blood pressure measurement



Practicing Ryle's Tube insertion  
batch 2023, Madurdaha

## DIFFERENT CEREMONIES





## CONVOCATION 2023





<b>Sl. No.</b>	<b>July 2022 Batch Madurdaha</b>	<b>Sl. No</b>	<b>July 2022 Batch Sarmastapur</b>
1	Tumpa Ari Mondal	1	Rumki Das
2	Tanbir Hussain Molla	2	Mandira Makhal
		3	Susmita Mondal
		4	Sima Baidya Biswas
		5	Sankari Bar
		6	Anu Mondal
		7	Sambridhi Biswas
		8	Isha Haldar
		9	Susmita Sardar
		10	Anisha Minz
		11	Sumita Sardar
		12	Disha Banerjee
		13	Anamika Tigga
		14	Seuli Sardar
		15	Sangita Siuli
		16	Payel Mondal
		17	Mariyam Pramanik

## প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের কলমে দ্বীচি কমিউনিটি কলেজ

### নার্স হওয়া আমার স্বপ্ন ছিল

পায়েল নন্দী

দ্বীচি কলেজ সরমস্তুপুর, জুলাই ২০২৩

আমার ছোটো থেকেই স্বপ্ন যে আমি নার্স হবো কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিকের পর করোনার দাপটে আমার স্বপ্নটা যে বাস্তবায়িত হবে তার আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। তারপর হঠাৎ আমার জীবনে আগমন ঘটে DCC কলেজের। বাড়ি থেকে DCC র দূরত্ব প্রায় অনেকটা। তবু সাহস করে এসেছিলাম অনেক দিনের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করা জন্য। আসার পর খুব ভয় হত স্যার, ম্যামরা কেমন হবেন, আমি সবার সাথে মানিয়ে নিতে পারবো কিনা এই ভেবে। কিন্তু কিছু দিন ক্লাস করার পর স্যার, ম্যামদের সুব্যবহার ও সহপাঠীদের সাহায্যের হাত পেয়ে বুঝলাম যে আমিও পারবো DCC র এই এক বছরের পথ পাড়ি দিতে। আমি প্রিয় DCC থেকে গত ছয় মাসে যে শিক্ষা পেয়েছি আর আগামী ছয় মাসে যে শিক্ষা পাবো আমার ভবিষ্যৎ জীবনে সঠিকভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করবো।

### আমাদের দ্বীচি কলেজ

রুকসানা পারভীন

অনন্যা দাস

সরমস্তুপুর, জানুয়ারী, ২০২৩

ছোটো থেকে আমার বরাবর ইচ্ছা ছিল একজন সেবিকা হওয়া। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর দ্বীচি কমিউনিটি কলেজ সেবিকা হওয়ার সুযোগটা করে দিয়েছিল। প্রথম যখন এই কলেজে ভর্তি হই তখন এখানে নতুন মানুষ নতুন পরিবেশ। পরিবেশের সাথে নিজেকে কিভাবে মানিয়ে নেব বুঝতে পারছিলাম না। মনের মধ্যে অনেক ভয় কাজ করছিল। তখন আমাদের কলেজের শিক্ষক শিক্ষিকা এবং সিনিয়র দিদরা আমাকে ভালোবাসা ও স্নেহের সাথে আপন করে নিয়েছিল। তারা আমাদের নতুন পরিবেশের সাথে বোঝাপড়া করে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেছিলেন। কিভাবে যে

আমাদের ছটা মাস কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না তারপর এক্সামের জন্য ইনটার্নশিপে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম। আমরাও সেই দিনটার অপেক্ষায় ছিলাম। আবার মনের মধ্যে ভয় কাজ করছিল। কিন্তু আমরা সেই ভয়কে জয় করে আগ্রহে সাথে internship এ গেলাম কিন্তু হসপিটালে নতুন পরিবেশ নতুন ওয়ার্ড ইন চার্জ নতুন স্টাফ নার্স কেমন হবে, তার থেকেও বড় কথা পেশেন্ট কেমন হবে সেই সব কিছু নিয়ে মনের মধ্যে একটা ভয় কাজ করছিল। কিন্তু ওখানে গিয়ে দেখলাম সবাই খুবই ভালো আর আমাদের খুব ভালো ভাবে সব কাজ শিখিয়েছে এবং আমরাও সবার সাথে মিলেমিশে সব কাজ শিখে নিয়েছি। নতুন অনেক কিছু শিখতে পেরেছি কিভাবে পেশেন্টের সাথে ভালো মানসিকতা ও ভালো ব্যবহারের সাথে দক্ষতার সাথে পেশেন্টকে সুস্থ করে তুলতে হয়। এইভাবে আমাদের সুস্থ মানসিকতার সাথে কাজ করতে করতে এই তিনটে মাস কিভাবে কেটে গেছে তা বুঝতে পারিনি। অনেক প্রবলেমের মোকাবিলা করে যেভাবে আমরা এই তিনটে মাস হসপিটালে কাটিয়ে এসেছি তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

## অতিথিদের চোখে দধীচি কমিউনিটি কলেজ

### দধীচি কলেজ একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান

নন্দিনী চক্রবর্তী

ক্যালিফোর্নিয়া

আমরা বর্তমানে আমাদের বাবার জন্য এই কলেজ এবং হস্টেল থেকে নার্স নিয়োগ করে খুব স্যাটিসফাইড। দধীচি কলেজ সৎ উদ্দেশ্যকে পাথেয় করে চলা একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। এই ধরণের প্রয়াসের কথা আমাদের আগে জানা ছিল না। এই সংস্থার খোঁজ দেওয়ার জন্য আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ শ্রদ্ধেয় ডক্টর পুণ্যব্রত গুনের প্রতি এবং তাঁর সূত্রে পরিচিত শ্রদ্ধেয় ডক্টর নৃপেন ভৌমিকের প্রতি, যাঁরা প্রচারের আড়ালে সেবামূলক কাজে নিয়ত নিয়োজিত! এই প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি, এবং সকল ছাত্রছাত্রীদের আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

### জীবনে অনেক বড় লড়াইয়ে নামবার শিক্ষা দেয়

### দধীচি কমিউনিটি কলেজ

শাশ্বতী ঘোষ

বিভাগীয় প্রধান, অর্থনীতি বিভাগ, সিটি কলেজ, কলকাতা

‘দধীচি কমিউনিটি কলেজের সমাবর্তন অনুষ্ঠান খুব ভালো লেগেছে, সংক্ষিপ্ত, সুপরিচালিত। সঞ্চালনা ভালো, স্পষ্ট উচ্চারণে সুন্দরভাবে বলা হয়েছে। বিশেষত অনবদ্য হয়েছে ক্লাসিকাল গানের সঙ্গে নাচটি। যখন জানলাম মোবাইল দেখে ছাত্রীরা পরীক্ষার মধ্যেই মাত্র সাতদিনে এটি উপস্থাপিত করেছেন, তখন মুগ্ধতার সীমা ছিল না। অন্য নাচটিতেও যেভাবে যান্ত্রিক গোলযোগের মধ্যেই ছাত্রীরা নেচে গেছেন, তা তাঁদের জীবনে অনেক বড়ো লড়াইয়ে নামবার ক্ষমতাকেই বোঝায়। সবাই নিশ্চয়ই অনায়াসে নিজের নিজের জীবনের লক্ষ্যে এগিয়ে যাবেন, এই শুভেচ্ছা রইলো।’

আমি অভিভূত তৃতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে  
দীর্ঘিতি বিশ্বাস

প্রাক্তন অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

‘দধীচি কমিউনিটি কলেজের কথা শুনেছিলাম। কিন্তু তার কাজের ব্যাপারে খুব কিছু জানতাম না। তৃতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে আমি অভিভূত। অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আঙিনা থেকে বেরিয়ে আসা একদল ছেলেমেয়ের আত্মবিশ্বাসী ও প্রাণবন্ত মুখ দেখে আমি মুগ্ধ। যাঁরা অনলসভাবে এদের সাহায্যে করে মূল স্রোতে নিয়ে আসার উদ্যোগ নিয়েছেন তাঁদের অভিনন্দন।’

ফেসবুক পেজে দধীচি কমিউনিটি কলেজ

## **POST FROM RABI SANKAR ROY**

### **Career in Dodhichi Community College (DCC)**

Nursing is a noble and virtuous occupation. Although an age old profession, nursing gained popularity after the work done by the legendary English Nurse Florence Nightingale. This angel of mercy is also known to world over as the founder of modern nursing.

Are you a student of 10 + and looking towards to making a career in Nursing Field ?

Then Diploma in Health Assistant Course in DCC will help you a lot. Our course is of short duration ( One year ) which can help you to make career in a short span of time. The first batch (2016) of our college successfully completed the course and all of them have been absorbed by our Industrial Partners namely KPC Medical College & Hospital, Sree Jain Hospital, Monorama Hospitax and Med view Nursing Home. We can proudly say that all of our students got in depth knowledge about nursing and other skills also which are essential for professional life. 'With the rapid growth in the population coupled with the requirement for better health care facilities, there is an unending demand for nurses in the country. However, the supply of nurses greatly falls short of meeting this ever growing demand. With increasing focus on health care, job prospects for nurses look brighter than ever before. More and more hospitals, nursing homes and medical establishments are coming up. We at DCC will help you to get a job after successful completion of the course.



## **POST BY DR. PRATAP MUKHOPADHYAY**

The 3rd convocation of Dodhichi Community College (DCC) and simultaneous inauguration of sprawling rural campus in the midst of absolute greenery were held today at Sarmastapur - PS: Sonarpur through a simple but well knit programme spanning for little less than 2 hours with all happy faces of students around.

The entire programme was solely managed by the students themselves with utmost perfection.

Initiated by Dr (Professor) Nripen Bhowmik and managed by Dodhichi Trust with the purpose of providing non- formal vocational training to the rural youths some of whom are college drop outs for reasons of financial stringency in the families .The one year diploma course on health assistance that DCC provides has been approved by the competent authority - Indian Centre for Research and Development of Community Education, Chennai. The urban campus of DCC is located at Madurdaha on the EM Bye pass, Kolkata.

Dr Krishna Chakraborty, Director of DCC from its very inception informed in her address at the beginning that almost all the pass outs in the previous years got suitable placements in hospitals & health care centres and are doing excellently well .

With effect from 1st January, 2019, this residential rural centre of DCC started functioning in order to spread their envisaged activities earmarked for rural youths in particular who will not only have to pay nominal tuition fee but some of them may be extended the provision of scholarship.

Already 27 girls and boys who enrolled for this new course introduced themselves in this programme.

Anyone interested to know about DCC activities meant for economically weaker and disadvantaged section of the society may like to visit their website ( [www.dodhichicommunitycollege.org](http://www.dodhichicommunitycollege.org))

A very important publication in the form of Souvenir has been brought out on this auspicious occasion which contain thought provoking articles by eminent professionals. My salutations to Dr Nripen Bhowmik ( everyone there calls him Daktar Babu) and other eleven illustrious members of governing council of DCC for carrying out such philanthropic activities in a silent mode since last several years .

### **ANOTHER POST BY MR. SUKHAMAY BISWAS:**

It needs special mention that the just completed batch of DCC has a student, Dolly Das, who discontinued her studies because of early marriage in a joint family. The natural chores in a poor family with two of her children didn't dampen her spirit of further education.

Almost at the age of 35, she completed School Final along with her eldest son in 2017 and also appeared in the Higher Secondary exam in 2019. In between she completed the course of ' Diploma in Health Assistant' at DCC and has been selected for a job.

Today she comes to DCC with a smile of victory. This exemplary achievement of hers will undoubtedly rejuvenate DCC for many years to come.

Dodhichi Community College, affiliated to ICRDCE Chennai, has been recognized by NSDC of the Government of India as a non-funding training centre of NSDC.

On 10.12.2019 our 1st batch of 23 students successfully appeared for GDA(nursing) examination.

While other vocational skill centres are charging a hefty amount, our each student has to pay only Rs. 1250/- to get the assessment done by NSDC to get the GDA (nursing) certificate.

## সনাতন বিশ্বাসের কলম থেকে (৫.১১.২০১৬):

বেশ কিছু দিন আগে নৃপেনদা জানতে চান, দধীচি কবে আত্মত্যাগ করেন। পরে রবিশংকর মহাশয় সুন্দরভাবে ‘দধীচির আত্মত্যাগ’ তুলে ধরেন। বিষয়টি সম্বন্ধে আমিও আগ্রহী।

তাই আমার সবিনয় বক্তব্য: দধীচি মুনি এক পৌরাণিক চরিত্র। পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ-সংহিতায় দধীচি প্রসঙ্গ আছে। শতপথ ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, মহাভারত ও ভাগবত পুরাণে তাঁর কথা মেলে। পাণিনির সুবিখ্যাত অষ্টাধ্যয়ীতেও তাঁর প্রসঙ্গ উল্লেখ আছে।

ঋগ্বেদের রচনাকাল সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। ম্যাক্সমুলার সাহেবের মতে ১২০০-১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ, জ্যাকোবির মতে ৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ, পণ্ডিত তিলকের মতে ৬০০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ। ভিনটারনিৎস্ সাহেব নানা যুক্তি দেখিয়ে বলেন, ঋগ্বেদের রচনাকালের শুরু খ্রিস্টপূর্ব ২০০০-২৫০০ অব্দে। তাঁর মত মেনে নিলে এই পৃথিবীতে মহামুনি দধীচির আবির্ভাব ৪০০০-৪৫০০ বছর আগে।

উত্তর প্রদেশের নৈমিষারণ্যে তাঁর আশ্রম ছিল বলে কথিত। দধীচির মহান আত্মত্যাগ স্মরণে ভারতের সামরিক বাহিনী প্রদত্ত সর্বোচ্চ সম্মান হল “পরম বীর চক্র”।

দধীচি মুনির আত্মত্যাগের মহিমায় সকলে উদ্বুদ্ধ হোক, এই কামনা করি।

দ্বীচি কমিউনিটি কলেজ-এর সমাবর্তন উপলক্ষে  
শিক্ষার্থীদের প্রতি  
ডা স্থবির দাশগুপ্ত

কী কারণে আপনারা এই শিক্ষায়তনে আসিয়াছেন তাহা সর্বাংশে জানি না। এইরূপ প্রশ্নের জবাবে অনেকে বলেন, পীড়িতের সেবাকে জীবনের ব্রত হিসাবে লইবার তাগিদেই আসা। জবাবটি নিখুঁত বটে, হয়তো বা সত্যও, তবে কতখানি সত্য তাহা লইয়া ধন্দ রহিয়া যায়। ধন্দ এই কারণে যে, যাঁহারা ডাক্তারি বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে যান তাঁহারাও ওই প্রশ্নের জবাবে অমনই বলিয়া থাকেন, অথচ ডিগ্রি অর্জনের পর তাহাদের আচরণ বিপরীতমুখী, দেখিয়া থাকি। তথাপি, ‘পীড়িতের সেবা’ কথাটির এমনই ব্যঞ্জনা যে তাহা বিশ্বাস করিতে মন চায়।

অনেকে অবশ্য অমন মনোহরা কথা না-বলিয়া সটান বলেন, উপার্জন করিবার মতো উপযুক্ত বিদ্যা অধ্যয়ন করিবার নিমিত্তই এই শিক্ষায়তনে আসা। আজিকার দিনে উপার্জনের পথ অতি জটিল ও কুটিল, অথচ তাহা না-করিলে অন্যের গলগ্রহ থাকিতে হয়, উহা সম্মানজনক নহে। তাই সম্মানজনক পথে উপার্জনের উপায় হিসাবে এই কলেজ দিকনির্দেশ করিতে পারে, এই লক্ষ্যেই এই শিক্ষায়তনে আসা। এই পেশায় পীড়িতের সেবাও হইয়া থাকে তাহা উপরি পাওনা।

এই জবাবটি বাস্তবসম্মত, দ্বিমত নাই। তবে কথা এই যে, সম্মানের কথাটি উহা রাখিলে, উপার্জনের কত বিচিত্র পথই তো বিদ্যমান। আর ‘সেবা’ বস্তুটিকে ‘উপরি’ বলিয়া ভাবিলে উহার কোন ব্যঞ্জনা অবশিষ্ট থাকে না। তাই দ্বিতীয় প্রশ্নও অবধারিত—‘দ্বীচী’ (মতান্তরে, দ্বীচি) আপনার কী উপকারে লাগিল? কথিত আছে, ওই নামে পরিচিত এক পৌরাণিক মুনি অসুর নিধনে সাহায্যের জন্য নিজ অস্তি দিয়া বজ্র নির্মাণকল্পে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

দেহত্যাগ কথাটিকে একটি রূপক বলিয়া ধরিলে সার কথা এই যে, অপরের মঙ্গলের জন্য নিজ স্বার্থ বিসর্জন দিবেন এমন মানুষ নির্মাণই এই শিক্ষায়তনের লক্ষ্য। কেহ ভাবিতে পারেন, ইহা কিঞ্চিৎ বাড়াবাড়ি ধরণের ‘বড় বড়’ কথা। কিন্তু একটু আত্মস্থ হইয়া ভাবিলে বুঝিবেন, ওই কথায় বাড়াবাড়ি কিছু নাই। কারণ, ব্যক্তিগত স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিলে চিকিৎসা শাস্ত্রটিকে সত্যই অপরের মঙ্গলের জন্য প্রয়োগ করা অসম্ভব। ইহা ব্যতিক্রম নহে, ইহাই নিয়ম।

তবে ইহাও সত্য যে, আজিকার দিনে হামেশাই ইহার ব্যতিক্রম ঘটতেছে। আপনারা নিয়মের প্রতি যত্নবান হইবেন, ইহাই এই শিক্ষায়তনের আশা।

কেহ বলিতে পারেন, নিয়মের প্রতি অত যত্নবান হইতে হইবে কেন? ব্যতিক্রমই যদি যুগের চাহিদা হয় তবে তাহা পূরণ করিলেই তো চলে। যুগ যেমন আমরাও তেমনই। যুগ যদি কৌশল শিখাইতে চায় আমরাও তাহাই শিখিব, ইহাতে দোষ কেন? তাহা ব্যতীত, আধুনিক যুগে কৌশল একটি অতি উত্তম অস্ত্রও বটে। যাহা শিখিয়াছি, শিখিতেছি তাহা এমন কৌশলে প্রয়োগ করিব যাহাতে অপরের স্বার্থসিদ্ধি হউক না-হউক নিজের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

এইভাবে একটি তর্কযুদ্ধ শুরু হইতে পারে; কিন্তু উহাতে আমাদের মতি নাই, উৎসাহও নাই। তাই আমরা বরং ‘যুগের চাহিদা’ না-বলিয়া পীড়িতের চাহিদার কথা বলিব। এই চাহিদার মরণ নাই, সর্বকালে, সর্বক্ষেত্রে উহা স্থাণুবৎ দণ্ডায়মান। এমনকী, স্বভাবে অতি নিকৃষ্ট ব্যক্তিও পীড়িত হইলে যথোপযুক্ত সেবা আশা করে। চিকিৎসক পীড়িতের স্বভাব বিচার করেন না, পীড়ার স্বভাব ও কারণ বিচার, বিশ্লেষণ করিয়া উপশম অথবা নিরাময়ের উপযুক্ত বন্দোবস্ত করেন।

এই কাজটি করিবার কালে তিনি নিজের স্বার্থের কথাটি বিবেচনার মধ্যে রাখেন না। আবার এই কাজটি করিয়াই তিনি উপার্জন করেন। ইহাই তাঁহার পেশা। আপনারা পার্শ্ব চিকিৎসক, তাই আপনাদের গতিও তদ্রূপ। বরং আরও এক পা আগাইয়া বলা উচিত, আপনাদের দায়িত্ব অধিকতর। কারণ, সরকার যাহাই বলুক, অন্তত আমাদের দেশে এক্ষণে চিকিৎসকের তুলনায় পার্শ্ব চিকিৎসকের প্রয়োজন অনেক বেশি। অথচ সেইস্থলে ঘাটতি সুপ্রচুর।

ঘাটতি পূরণে সরকারের সুনজর নাই, তাই অসরকারি শিক্ষায়তনই অধিক ভরসা যোগায়। উপযুক্ত পার্শ্ব চিকিৎসক যেভাবে রোগপীড়িত জনমানুষের দায়ভার বহন করিতে পারে তাহা অন্য কাহার সাধ্যাতীত। আপনাদের এই প্রিয় শিক্ষায়তন সেই উপযুক্ত সেবাদল নির্মাণ করে। তাহারও অপূর্ণতা আছে সত্য, অক্ষমতাও আছে, কিন্তু সুবিবেচনা ও নিষ্ঠার অভাব নেই। কেবল কয়েকটি কথা হয়তো বা আপনাদের পাঠক্রমে নাই, সেইগুলি বলিতে চাই।

চিকিৎসকের উপযুক্ত সহকারী পার্শ্ব চিকিৎসক, নাম বা পরিচয় যাহাই হউক, তাঁহার কয়েকটি গুণাবলী আবশ্যিক—

- তাঁহাকে বুড়ুক্ষু হইতে হইবে। এই ক্ষুধা অর্থোপার্জনের প্রতি নহে, জ্ঞান লাভের প্রতি। প্রতি মুহূর্তে জ্ঞানপিপাসু থাকিতে না-পারিলেও পার্শ্ব

চিকিৎসক হওয়া সম্ভব, কিন্তু উপযুক্ত হওয়া অসম্ভব। চিকিৎসাশাস্ত্র মহাসমুদ্রের ন্যায়; উহা মছন করা দুর্লভ, মছনে অমৃত ও গরল উভয়ই উঠে। অমৃতের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

- বিপদের সময় শান্ত থাকুন। পীড়িতজন অশান্ত, তাঁহার পরিজনও অশান্ত; তাই শান্ত থাকিবার দায়িত্ব কেবল আপনার উপরেই বর্তায়। অন্যথায় পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হইয়া উঠে।
- নতুন কিছু ভাবুন। কেবল পাঠক্রমে নিজেকে বাঁধিয়া রাখিলে আপনি নিছকই বন্দী মাত্র। যাহা শিখিয়াছেন তাহাকে প্রশ্ন করুন, নতুন চিন্তা আপনি আসিয়া ধরা দিবে। তবেই আপনি নতুন মানুষ।
- সর্বদা নিজেকে সুস্থ ও সক্ষম রাখুন। নহিলে আপনার চাহিদা নাই, চিকিৎসক ও রোগীর নিকট আপনি বিরক্তিকর, অবাস্তর।
- বাক্যবাগীশ নহে, বাক্যবিশারদও হইতে হইবে না; আপনি বাক্যালাপে দক্ষতা অর্জন করুন। মনে রাখিবেন, জিহ্বা কেবল একটিই, উহার সদ্ব্যবহার করিতে শিখুন। ইহা আপনার পাঠমালায় নাই, তাই অভ্যাসই একমাত্র উপায়। সতীর্থদের সহিত, চেনা-অচেনা বিচিত্র মানুষের সহিত বাক্যালাপ করুন। বাক্‌চাতুরি নহে, পরিস্থিতি অনুযায়ী কখনও বাক্‌সংযমও প্রয়োজন।

ডাক্তারির সীমিত অভিজ্ঞতায় এইটুকুই আপনাদের প্রতি আমার নিবেদন

(পুনর্মুদ্রণ)



## **THE NIGHTINGALE PLEDGE**

(The Nightingale pledge was composed by Lystra Gretter, an instructor of Nursing at the old Harper Hospital in Detroit, Michigan, and was first used by its graduating class in the spring of 1893.)

I, a student of Dodhichi Community College, solemnly pledge myself before God and in the presence of this assembly, to pass my life in purity and to practise my profession faithfully. I will abstain from whatever is deleterious and mischievous, and will not take or knowingly administer any harmful drug. I will do all in power to maintain and elevate the standard of my profession, and will hold in confidence all personal matters committed to my keeping and all family affairs coming to my knowledge in the practice of my calling.

With loyalty will I endeavour to aid the physician, in his work, and devote myself to the welfare of those committed to my care.



‘নার্সিং এর সহজ পাঠ’ সহজ বাংলায় লেখা এই বইটি মূলত ‘দধীচি কমিউনিটি কলেজের’ ‘ডিপ্লোমা ইন হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট’ এর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য লিখিত হলেও এএনএম, জিএনএম ও বিএসসি (নার্সিং)-এর ছাত্র-ছাত্রীরা এই বইটি পড়ে লাভবান হবেন। বইটির মধ্যে ‘ফাডামেন্টালস অফ নার্সিং’ সহ ‘বেসিক সাইন্স’, ‘মেটারনাল এন্ড চাইল্ড হেলথ’ এবং কমিউনিটি হেলথ পাঠক্রম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বইটির অন্যতম মূল্যবান সংযোজন হল ‘স্কিল জিনি’ যা ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন যাপনের দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করবে। বইটির মধ্যে সমস্ত বিষয় একত্রিত থাকার কারণে এবং সহজবোধ্য বাংলায় লেখা বলে বইটি ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য হবে বলে মনে করা যায়। অত্যন্ত কম মূল্যে বইটিকে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তুলে দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন দীপ প্রকাশনের কর্ণধার শ্রী শংকর মণ্ডল মহাশয়।

বইটি সংগ্রহের ঠিকানা  
দধীচি কমিউনিটি কলেজ

৩৭৬ মাদুরদহ ক্যাম্পাস, কলকাতা ৭০০১০৭

সরমাস্তপুর ক্যাম্পাস, কলকাতা ৭০০১৪৫

যোগাযোগ- ৬২৯১৪২৭৯১৯

এবং

দীপ প্রকাশন

২০৯ এ, বিধান সরণি কলকাতা- ৭০০০০৬